ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 006 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০০৬ ● কলকাতা ● ২১ পৌষ, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ০৬ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 165
হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ফেরার সময় আমি চারদিকে দেখছিলাম। আমার চলার গতিও কম হয়ে গিয়েছিল। ভয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এইজন্যে গুরুদেব ও আমার মধ্যে অনেক তফাৎ হয়ে গিয়েছিল। আমি সৃষ্টির অনুপম উপহার এই স্থান দেখতে দেখতে চলছিলাম। জানি না কেন জঙ্গলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পেচ্ছাব, পায়খানা এইসব গতিবিধি একদম কম হয়ে যায়। **ক্রমশঃ**

গঙ্গাসাগরে গঙ্গান্ন এবং সাগরকন্যার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

(রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শিলান্যাশ গঙ্গাসাগর সেতুর)

বেবি চক্রবর্ত্তী

এবার জোরালো ঠান্ডায় গঙ্গাসাগরে গঙ্গান্ন ও সাগরকন্যা ঘোষণা মমতার, কী সুবিধা হবে?

মুড়িগঙ্গা নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতুর শিলান্যায়াস করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সেতু তৈরি হয়ে গেলে গঙ্গাসাগর যেতে আর নদীপথে ভাসতে হবে না পুণ্যার্থীদের। সোজাসুজি সড়কপথেই পৌঁছে যাওয়া যাবে সাগর দ্বীপ তথা কপিল মুনির আশ্রমে।

মুড়িগঙ্গা নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতুর শিলান্যাস করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোজাসুজি সড়কপথেই পৌঁছে যাওয়া যাবে সাগর দ্বীপ তথা কপিল মুনির আশ্রমে। পাশাপাশি গঙ্গাসাগর থেকেই আরও দুটি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এছাড়াও মুড়িগঙ্গা নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতুর শিলান্যাস

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE • 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

আরজি স্টোন ইউরোলজি অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপি হসপিটালস কলকাতায় কনসালটেন্ট – ইউরোলজি হিসেবে ডঃ জিশান রহমানকে নিয়োগ করেছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

15 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই প্রবীণ ইউরোলজিস্ট পূর্ব ভারতে আরজি স্টোনের উন্নত, রোগী-কেন্দ্রিক চিকিৎসাব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবেন।

কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৬: আরজি স্টোন ইউরোলজি অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপি হসপিটালস সম্প্রতি তাদের ঢাকুরিয়া কেন্দ্রে ডা. জিশান রহমানকে কনসালটেন্ট – ইউরোলজি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তাদের ক্লিনিক্যাল নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করেছে। তাঁর অন্তর্ভুক্তির ফলে হাসপাতালটির স্থানীয়ভাবে উন্নত, ন্যূনতম অস্ত্রোপচারভিত্তিক এবং রোবোটিক ইউরোলজি পরিষেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে জটিল চিকিৎসার জন্য রোগীদের মেট্রোপলিটন শহরগুলিতে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে।

ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজের (সিএমসি) প্রাক্তন ছাত্র ডঃ রহমান কমপ্লেক্স ইউরোলজি, রিকন্সট্রাক্টিভ সার্জারি, পেডিয়াট্রিক ইউরোলজি এবং রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশনের ক্ষেত্রে 15 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। এর মধ্যে কিডনি ও ব্লেডার স্টোনস, প্রোস্ট্রেটে ডিসর্ডার এবং রিকন্সট্রাক্টিভ সার্জারির মতো চিকিৎসা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি দিল্লির একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নত ইউরোলজি পরিষেবাও পরিচালনা করেছেন এবং স্বনামধন্য চিকিৎসা জার্নালে ব্যাপকভাবে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক উন্মোচন করল গজ: – আইডিএফসি প্রাইভেট ব্যাংকিং গ্রাহকদের জন্য একটি আমন্ত্রণ-ভিত্তিক মেটাল মাস্টারপিস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা, ডিসেম্বর 2025: আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক 'গজ:' (সংস্কৃত ভাষায় যার উচ্চারণ 'গজহ') ক্রেডিট কার্ডের আত্মপ্রকাশের ঘোষণা করেছে। এটি একটি প্রিমিয়াম, শুধুমাত্র আমন্ত্রণের ভিত্তিতে দেওয়া মেটাল ক্রেডিট কার্ড, যা ব্যাংকের বিচক্ষণ হাই নেট ওয়ার্থ গ্রাহকদের (HNI) জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। গজ ক্রেডিট কার্ডটি হলো 'অশ্ব-ময়ূর-গজ' ত্রয়ীর শীর্ষস্থানীয় সংযোজন, যা ব্যাংকের প্রিমিয়াম মেটাল ক্রেডিট কার্ডের একটি বিশেষ সিরিজ।

আমাদের ফিলোসফি: সংস্কৃত ভাষায় 'গজ' অর্থাৎ হাতি মহিমা, প্রজ্ঞা, স্থায়িত্ব এবং সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় গজ ছিল ভূমির মহিমার ধারক, সাম্রাজ্যের রক্ষক এবং পরিমিত শক্তির প্রতীক; যা কখনও আবেগপ্রবণ বা অতিমাত্রার ছিল না। একজন শাসকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রায়শই তার পরিহিত মুকুট দিয়ে নয়, বরং তিনি যে গজের পিঠে চড়তেন তা দিয়েই বিচার করা হতো।

আমাদের ডিজাইন: দ্য গজ: ক্রেডিট কার্ডটি গতানুগতিক বৈশ্বিক নান্দনিকতাকে ছাড়িয়ে যায়। মেটালের উপর খোদাই করা, স্বতন্ত্র যমজ হাতির মোটিফটি একটি শৈল্পিক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, যা বিশ্ব মঞ্চে ভারতীয় শ্রেষ্ঠত্বের এক নীরব দূত হিসেবে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

উপলভ্যতা: গজ: ক্রেডিট কার্ডটি হলো আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের নির্বাচিত প্রাইভেট ব্যাংকিং গ্রাহকদের জন্য একটি আমন্ত্রণ-ভিত্তিক অফার, যাদের সাথে ব্যাংকের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে। কার্ডটির জন্য 12,500 টাকা + জিএসটি যোগদান ফি এবং বার্ষিক ফি প্রযোজ্য। কার্ডটির সাথে 12,500 টি আমন্ত্রণ রিওয়ার্ডস পয়েন্ট দেওয়া হয়, যেখানে 1 আরপি = 1 টাকা, যা আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক অ্যাপের মাধ্যমে ভ্রমণ বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এবং কার্যকরভাবে যোগদান ফি মকুব করে দেয়। বার্ষিক 10 লক্ষ টাকা খরচের ক্ষেত্রে বার্ষিক ফি-ও মকুব করা হয়। এছাড়াও, গজ একটি আকর্ষণীয় মেটাল কার্ড ডিজাইন, শূন্য বৈদেশিক মুদ্রা মার্ক-আপ, একটি সহজ 1:1 রিওয়ার্ডস কাঠামো এবং একগুচ্ছ প্রিমিয়াম ট্রাভেল ও লাইফস্টাইল সুবিধা প্রদান করে, যা এই শক্তিশালী অফারটিকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।

দ্য গজ: বেঞ্চমার্ক:

1:1 রিওয়ার্ড স্ট্যান্ডার্ড: ফ্লাইট এবং হোটেলের জন্য 1 রিওয়ার্ড পয়েন্ট = ₹1, সুপার-প্রিমিয়াম বিভাগে সবচেয়ে সরাসরি ভ্যালু-

এরপর ৫ পাতায়

ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও পথ অবরোধ

সুকুমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি

ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি চ্যাপ্টার ডাঙ্গা চাপগড় বি,এফ,পি স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা ও অভিভাবকরা বিক্ষোভের শামিল হন। দীর্ঘদিন থেকে স্কুলের পড়াশোনা ঠিকমতো হয় না। এবং শিক্ষক ঠিকমতো স্কুলে আসে না। এক শিক্ষক সান্নিক চক্রবর্তী স্কুল শুরু হওয়ার এক দেড় ঘন্টা পরে ঢুকে স্কুলে। প্রতিনিয়ত এই শিক্ষক স্কুলে এসে ক্লাস না করেই চলে যান। তাই সপ্তাহে একদিন বা দুদিন স্কুলে আসে। স্কুলের অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করে। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ও স্কুল পরিচালনার সভাপতি গোবিন্দ রায় জানান, স্কুলের ঠিকমতো পড়াশোনা হয় না। এবং মাস্টারমশাই সময় মতো স্কুল আসে না। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বহুবার অভিযোগ করেও কোন লাভ হয়নি। এ বিষয়ে স্কুল পরিদর্শক কে জানানো হলেও কোন ব্যবস্থা নাই নি। পড়াশোনা স্কুলে না হলে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা কি ? মিড ডে মিলের খাবার খেতে যাবে। এইভাবে স্কুল চললে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন অভিভাবকরা ও ছাত্র-ছাত্রীরা পথ অবরোধ স্কুলের তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পথ অবরোধ তুলে দেওয়া হয়। যাতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো ভাবে পড়াশোনা করতে পারে। এবং সময় মতো শিক্ষকরা স্কুলে আসেন এই দাবী রাখেন অভিভাবকরা।

(১ম পাতার পর)

গঙ্গাসাগরে গঙ্গান্ন এবং সাগরকন্যার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর (রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শিলান্যাশ গঙ্গাসাগর সেতুর)

করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সেতু তৈরি হয়ে গেলে গঙ্গাসাগর যেতে আর নদীপথে ভাসতে হবে না পুণ্যার্থীদের। সোজাসুজি সড়কপথেই পৌঁছে যাওয়া যাবে সাগর দ্বীপ তথা কপিল মুনির আশ্রমে। এই গঙ্গাসাগর থেকেই আরও দুটি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাসাগরে এদিন ১০০টি বেডের একটি ডরমেটারি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে সাগরকন্যা। পর্যটকেরা এসে এই জায়গায় থাকতে পারবেন বলে জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া, এদিন গঙ্গান্ন প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্পের আওতায় আরও ২০টি ট্যুরিজম কটেজ তৈরি করা হয়েছে। মমতা বলেন, নবান্নের সঙ্গে মিলিয়েই নাম রাখা হয়েছে গঙ্গান্ন।

মুড়িগঙ্গার উপর এই ব্রিজটি হতে চলেছে ৪.৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের সেতু। ব্রিজের দু'দিকে থাকবে ১.৫ মিটার চওড়া ফুটপাত। সোমবার দুপুর ২টোর পর এই সেতুর শিলান্যাস করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী চার বছরের মধ্যে সেতুটির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। মোট আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১৭০০ কোটি টাকা।

ইতিমধ্যে সেতুর নকশাও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। দায়িত্বে থাকছে নির্মাণ সংস্থা এল অ্যান্ড টি। জানা গিয়েছে, সেতুটি দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা নিবেদিতা সেতুর আদলে তৈরি করা হবে। শুধু তাই নয়, সেতু নির্মাণে জমির অধিগ্রহণের কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। গঙ্গাসাগর সেতুর জন্য কাকদ্বীপের অংশে ৭.৯৫ একর এবং কচুবেড়িয়া অংশে ৫.০১ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বাকি জমি অধিগ্রহণের কাজ খুব শীঘ্রই শেষ করা হবে বলে খবর। প্রসঙ্গত ২০২৩ সালে সাগরের মাটিতেই দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের উদ্যোগে এই সেতু তৈরির ঘোষণা করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রের দিকে আর চাতক পাখি হয়ে লাভ নেই, রাজ্য সরকারই নিজের উদ্যোগে গঙ্গাসাগর সেতু গড়ে তুলবে। তারপর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েক বছর। অবশেষে শিলান্যাস হল এই সেতুর।

জন্মদিনে মমতার দীর্ঘায়ু কামনায় ঝাড়গ্রাম জুড়ে পুজো-পাঠ ও উদযাপন

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

রাজনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহে বিশেষ দিন উদযাপনের রীতি নতুন নয়। নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাতে এভাবেই রাজ্যজুড়ে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটিকে স্মরণ করেন কর্মী-সমর্থকেরা। সেই ধারাবাহিকতাতেই সোমবার ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে পালিত হল মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৭১তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে মহাসমারোহে দিনটি পালিত হয় তাঁর প্রিয় অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রামে। সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জন্মদিন ঘিরে উৎসবের আবহ চোখে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রীর মঙ্গল কামনায় মা গুপ্তমনি মন্দির, কনক দুর্গা মন্দির সহ একাধিক মন্দিরে বিশেষ পুজো-পাঠের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দলীয় কার্যালয়ে কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবু গোয়ালা , ঝাড়গ্রাম পৌরসভার প্রাক্তন পৌরমাতা কবিতা ঘোষ, ঝাড়গ্রাম পৌরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌতম মাহাতো, যুব তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক ও সম্পাদক উজ্জ্বল পাত্র ও বিপ্লব পাল, বিশিষ্ট শিক্ষক সুদীপ্ত চক্রবর্তী সহ অন্যান্য কাউন্সিলর ও শুভানুধ্যায়ীরা। এই উপলক্ষে সুদীপ্ত চক্রবর্তী বলেন,"বাংলার সর্বকালের সেরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা—যাতে বিরোধীদের অপপ্রচার ও কুৎসা রুখে দিয়ে বহিরাগত শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে চতুর্থবারের জন্য মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যেতে পারি।"

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন, সাইবার প্রতারণার টাকা ও টোটো উদ্ধার ফালাকাটায়

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ও টোটো গাড়ি উদ্ধার করে ফের একবার মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ফালাকাটা থানার পুলিশ।

থানার উদ্যোগে হারিয়ে যাওয়া ৩০টি মোবাইল ফোন , সাইবার প্রতারণায় খোয়া যাওয়া টাকা সহ হারিয়ে যাওয়া টোটো গাড়ি উদ্ধার করে সেগুলো যথাযথ মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ফালাকাটা পুলিশ প্রশাসনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযানে মোবাইল ফোন ও টোটো গাড়ি উদ্ধার সফল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই মোবাইল ফোনগুলি ও টোটো গাড়ি আসল মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের মোবাইল ফোন হারানোর বা চুরি হওয়ার বিষয়ে ফালাকাটা থানায় অভিযোগ জানিয়ে ছিলেন। এই অভিযোগগুলির ভিত্তিতে ফালাকাটা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। প্রযুক্তিগত অনুসন্ধান ও নিয়মিত তদন্ত চালিয়ে অবশেষে তদন্তকারী টিম এই বিপুল সংখ্যক মোবাইল ফোন ও টোটো গাড়ি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি সাইবার প্রতারণায় খোয়া যাওয়া দেবজিৎ কার্জির ছেচল্লিশ হাজার টাকা ও মজিবুল হকের ত্রিশ হাজার টাকা উদ্ধার করে তাদের হাতে তুলে দেয়। দীর্ঘদিন পর নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন, সাইবার প্রতারণায় খোয়া যাওয়া টাকা ও টোটো ফিরে পেয়ে সংশ্লিষ্ট মালিকেরা ফালাকাটা থানার পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

দেশের প্রথম দূষণ নিয়ন্ত্রণকারী জাহাজ সমুদ্র প্রতাপ জলে ভাসালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং গোয়ায় দেশের প্রথম দূষণ নিয়ন্ত্রণকারী উপকূল রক্ষী বাহিনীর জাহাজ সমুদ্র প্রতাপ'কে আজ জলে ভাসালেন। গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেডে নির্মিত এই জাহাজটির ৬০ শতাংশ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি। সমুদ্র প্রতাপে দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সুরক্ষা, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা এবং সামুদ্রিক সুরক্ষা সহ আধুনিক সব ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। এটি হ'ল – উপকূল রক্ষী বাহিনীর বৃহত্তম জাহাজ। এর ফলে, ভারতের সামুদ্রিক অঞ্চলে নজরদারি আরও মজবুত হবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এই জাহাজকে ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প পরিমণ্ডলে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শ্রী সিং বলেন, শুধুমাত্র দূষণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সমুদ্র প্রতাপের কাজ সীমাবদ্ধ থাকবে না। সমুদ্রে টহলদারি এবং সামুদ্রিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে এই জাহাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকবে।

উপকূল অঞ্চলে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা থেকে শুরু করে সামুদ্রিক আইন বলবৎ করা সহ এই জাহাজের বহুমুখী ভূমিকা থাকবে। তিনি বলেন, ভারতের সামুদ্রিক সীমান্তে কেউ কোনোরকম দুঃসাহস দেখালে, তার যোগ্য জবাব দেবে ভারত।

শ্রী সিং বলেন, "মেক ইন ইন্ডিয়া এবং আত্মনির্ভর ভারত উদ্যোগের ক্ষেত্রে এই জাহাজ বিশেষ সাফল্যের বার্তা দিচ্ছে। বর্তমানে উপকূল রক্ষী বাহিনীর জাহাজ এবং এয়ারক্র্যাফট্-এর উৎপাদন, সার্ভিসিং এবং মেরামতির কাজ ভারতেই করা হচ্ছে। এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।"

গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রমোদ সওয়ান্ত, প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী রাজেশ কুমার সিং সহ উপকূল রক্ষী বাহিনীর বেশ কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চোদ্দতম পর্ব)

রেখে পূজা করার প্রথা ছিল। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে ছাত্ররা বাড়িতে বাংলা বা সংস্কৃত গ্রন্থ, শ্লেট, দোয়াত ও কলমে সরস্বতী পূজা করত। ইংরেজি ম্লেচ্ছ ভাষা হওয়ায় সরস্বতী পূজার দিন ইংরেজি বইয়ের পূজা নিষিদ্ধ ছিল। আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজার প্রচলন হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সরস্বতী দেবী

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সাধারণতন্ত্র দিবস শিবির, ২০২৬-এ এনসিসি ক্যাডেটদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি, ২০২৬

নতুন দিল্লির ক্যান্টনমেন্টে আজ ডিজি এনসিসি ক্যাম্পে এনসিসি সাধারণতন্ত্র দিবস শিবিরের উদ্বোধন করলেন উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী সি পি রাধাকৃষ্ণন।

এই শিবিরে সারা দেশের ১৭টি এনসিসি ডিরেক্টরির ২,৪০৬ জন ক্যাডেট অংশ নিচ্ছেন। এঁদের ৮৯৮ জন মহিলা। ২৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে এই শিবিরের অবসান হবে। ক্যাডেটরা সেরা ক্যাডেট প্রতিযোগিতা, ছোট আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, সাংস্কৃতিক সমারোহ এবং সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নেবেন।

স্থলসেনা, নৌ-সেনা এবং বায়ু সেনার এনসিসি ক্যাডেটরা উপ-রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অফ অনার দেন। এরপর বেজে ওঠে ব্যান্ড। উপ-রাষ্ট্রপতি এনসিসি হল অফ ফেম-ও পরিদর্শন করেন।

ক্যাডেটদের উদ্দেশে ভাষণে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশ গঠনে তরুণ প্রজন্মের প্রচেষ্টা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দক্ষ যুবশক্তি আবশ্যিক এক শর্ত। এক্ষেত্রে এনসিসি-র বড় ভূমিকা

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

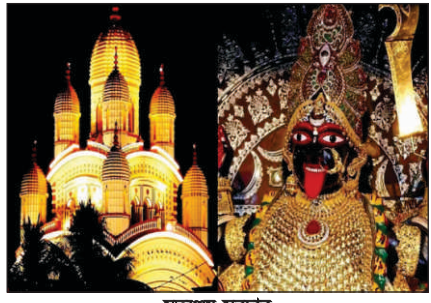

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দুইটি দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ও চক্র থাকে এবং দুইটি বাম হস্তে পাশযুক্ত তর্জনী এবং মুষল থাকে। একটি ত্রিশূল বাম স্কন্ধ হইতে ঝুলিতে থাকে। অন্যান্য বিষয়ে পূর্বোক্ত মূর্তির সহিত সাম্য দেখা যায়" (বিনয়তোষ ৫১)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(২ পাতার পর)

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক উন্মোচন করল গজ: – আইডিএফসি প্রাইভেট ব্যাংকিং গ্রাহকদের জন্য একটি আমন্ত্রণ-ভিত্তিক মেটাল মাস্টারপিস

ব্যাক প্রদান করে জটিল হিসাবের ঝামেলা দূর করে।

গ্লোবাল ভ্রমণকারীদের জন্য অপরিহার্য: ০% ফরেক্স মার্কআপ এবং সুদ-মুক্ত গ্লোবাল এটিএম ক্যাশ অ্যাক্সেস, এখন আর বিদেশি মুদ্রা নোট বা ট্র্যাভেল কার্ড বহন করার প্রয়োজন নেই।

সম্পূর্ণ ভ্রমণ সুরক্ষা: 50,000 টাকার ডেডিকেটেড ট্রিপ ক্যান্সেলেশন কভার সহ, এই কার্ডটি এমন 'গ্লোবাল ইন্ডিয়ান'-দের জন্য তৈরি যারা আপসহীন ভ্রমণ অভিজ্ঞতা চান।

হাইপার-অ্যাক্সিলারেটেড রিওয়ার্ডস: আইডিএফসি ফার্স্ট ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে হোটেলে 50 গুণ এবং ফ্লাইটে 25 গুণ রিওয়ার্ডের এক্সক্লুসিভ অ্যাক্সেস, যা 33.33% পর্যন্ত ভ্যালু-ব্যাক প্রদান করে।

নির্বিঘ্ন ট্রানজিট: একজন অতিথি সহ আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ লাউঞ্জে বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার।

আরও বৈশিষ্ট্যের জন্য, সংযুক্ত সুবিধা সারণীটি দেখুন।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড, ফাস্ট্যাগ ও লয়্যালটি বিভাগের প্রধান শিরীষ ভান্ডারি বলেছেন: "গজ: ক্রেডিট কার্ডটি ভারতীয় ঐতিহ্য এবং এর অর্জনকারীদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধার প্রতিফলন। আমরা এই কার্ডটিকে সব দিক থেকে সম্পূর্ণ করে ডিজাইন করেছি—এর বৈশিষ্ট্যগত গভীরতার সাথে একটি অনুপ্রেরণাদায়ক ভারতীয় ডিসাইনার মেলবন্ধন ঘটিয়েছি। আমাদের অশ্ব-ময়ূর-গজ: ত্রয়ীর শীর্ষস্থানীয় হিসেবে, এটি আধুনিক ভারতীয় অর্জনকারীদের প্রজ্ঞা ও শক্তিকে সম্মান জানায়।"

পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

সুবিধাগুলোর তালিকা গজ: ক্রেডিট কার্ড, শ্রেষ্ঠত্বের অভিজ্ঞতা নিন

বৈশিষ্ট্য বিস্তারিত

ফরেক্স মার্কআপ সমস্ত আন্তর্জাতিক খরচের উপর ০% ফরেক্স মার্কআপ।

এটিএম থেকে নগদ টাকা উত্তোলন 45 দিন পর্যন্ত 0% সুদ। প্রতিবার টাকা তোলার জন্য শুধুমাত্র 199 টাকা ফ্ল্যাট ফি প্রযোজ্য।

রিওয়ার্ড পয়েন্ট (RPs) – ত্বরিত আপনার অভ্যন্তরীণ খরচে প্রতি 150 টাকায় 5টি রিওয়ার্ড পয়েন্ট

আন্তর্জাতিক খরচে প্রতি 150 টাকায় 3টি রিওয়ার্ড পয়েন্ট

আইডিএফসি ফার্স্ট অ্যাপে হোটেল বুকিং-এর উপর প্রতি 150 টাকায় 50টি রিওয়ার্ড পয়েন্ট (33.33% ভ্যালু ব্যাক)

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক অ্যাপে ফ্লাইট বুকিং-এর উপর প্রতি 150 টাকায় 25টি রিওয়ার্ড পয়েন্ট (16.67% ভ্যালু ব্যাক)

রিওয়ার্ড পয়েন্ট ইউটিলিটি

কখনো মেয়াদ শেষ না হওয়া রিওয়ার্ড পয়েন্ট।

রিওয়ার্ড পয়েন্ট ব্যবহার করে অনলাইনে ভ্রমণ, কেনাকাটা এবং লাইফস্টাইল সংক্রান্ত জিনিসপত্র কেনা যাবে, যা আপনাকে প্রকৃত মূল্য দেবে। রিডেম্পশন ক্যাটালগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক অ্যাপের মাধ্যমে ভ্রমণ বুকিংয়ের ক্ষেত্রে 1 রিওয়ার্ড পয়েন্ট = ₹1

অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতি রিওয়ার্ড পয়েন্টে ₹0.25

এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ অ্যাক্সেস প্রতি ত্রৈমাসিকে 4টি ডোমেস্টিক (1টি গেস্ট ভিসিট সুযোগসহ) + 4টি আন্তর্জাতিক লাউঞ্জ পরিদর্শনের সুযোগ।

গলফ প্রতি মাসে ২টি পর্যন্ত বিনামূল্যে রাউন্ড/পাঠ।

হোটেলের সুযোগ-সুবিধা

আইটিসি হোটেলস: ২ রাত বুক করুন এবং তৃতীয় রাত বিনামূল্যে উপভোগ করুন।

মীট এন্ড গ্রিট বার্ষিক 1,000 মার্কিন ডলার আন্তর্জাতিক খরচের উপর একটি সৌজন্যমূলক বিমানবন্দর অভ্যর্থনা পরিষেবা।

ট্রিপ ক্যান্সেলেশন কভার নন রেফাউন্ডবলে ফ্লাইট ও হোটেল বাতিলের জন্য ক্ষতিপূরণ পান: 50,000 টাকা পর্যন্ত।

যোগদান ফি প্রদানের সুবিধা 12,5000 রিওয়ার্ড পয়েন্ট, যার মূল্য 12,5000 টাকা পর্যন্ত।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নির্বাচিত 5-তারকা হোটেলে থাকার উপর 25% পর্যন্ত ছাড় (সর্বোচ্চ 5,000 টাকা) পেতে 60 দিনের মধ্যে 1 লক্ষ টাকা খরচ করুন (কুপনটি 180 দিনের জন্য বৈধ)।

ফার্স্ট ডিজিটাল কার্ড ইউপিআই পেমেন্টের জন্য আজীবন বিনামূল্যে ফার্স্ট ডিজিটাল রুপে ক্রেডিট কার্ড, প্রতি 150 টাকা খরচে 1টি রিওয়ার্ড পয়েন্ট সহ।

ফুয়েল সারচার্জ মওকুফ একটি স্টেটমেন্ট চক্রে 300 টাকা পর্যন্ত জ্বালানি সারচার্জে 1% ছাড়।

ভ্রমণ ও ক্রয় সুরক্ষা ভ্রমণ বীমা, বিমান দুর্ঘটনা ও ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা কভারেজ এবং ক্রয় সুরক্ষা সহ ব্যাপক কভারেজ।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

ভেনেজুয়েলার তৈলখনি এবার দখলে করল মার্কিন সেনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খনিজ সম্পদ তৈল। প্রকৃতপক্ষে তরল সোনাই আন্তর্জাতিক বাজারে আধুনিক বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্যই তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলো বিশ্বের অর্থনীতিকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে। এখন প্রশ্ন ভেনেজুয়েলায় তৈল খানি মার্কিন সেনার নিয়ন্ত্রনে আসার পড়ে কেমন প্রভাব পড়বে বিশ্ব অর্থনীতিতে...? এরপর আশঙ্কা করা হয়েছে যে মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রের 'দাদাগিরি'র বিরাট প্রভাব পড়তে চলেছে বিশ্বজুড়ে খনিজ তেলের সাপ্লাই চেনে। জেনে নেওয়া যাক, বিশ্বের বাকি দেশের পাশাপাশি ভেনেজুয়েলায় মার্কিন বোমার আঁচ কতটা পড়বে ভারতে? রিপোর্ট বলছে, বিপুল তেলের ভাণ্ডার হলেও ভেনেজুয়েলার তেল উৎপাদন প্রক্রিয়া আধুনিক নয়, তার উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার জেরে সীমিত কিছু দেশেই তেল রপ্তানি করতে পারত তারা। গোটা বিশ্বের তেল সরবরাহের মাত্র এক শতাংশ ভেনেজুয়েলা থেকে রপ্তানি হয়। এবং উৎপাদিত তেলের ৭৬ শতাংশই পাঠানো হয় চিনে। আমেরিকা এই দেশের দখল নেওয়ার পর চিনের কাছে পাঠানো এই বিপুল তেলের সাপ্লাই বাধাপ্রাপ্ত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এছাড়াও ভারতের ক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রভাব পড়বে না বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। রবিবার এক রিপোর্টে Global Trade Research Initiative বা জিটিআরআই জানিয়েছে, একটা সময় ভেনেজুয়েলার সঙ্গে ভারতের তৈল বাণিজ্য বিরাট পরিসরে চললেও মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর কমে আসে। ২০১৯ সালের পর ধীরে ধীরে গুটিয়ে নেওয়া হয় বাণিজ্য। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভেনেজুয়েলা থেকে ভারতের আমদানি ছিল মাত্র ৩৬.৪৫ কোটি ডলার। যার মধ্যে অপরিশোধিত তেল ছিল ২৫.৫৩ কোটি ডলারের। ভেনেজুয়েলায় ভারতের রপ্তানিও অনেক কম। ওই একই অর্থবর্ষে সেখানে ভারতের রপ্তানি মাত্র ৯.৫৩ কোটি ডলারের। উল্লেখ্য, বিশ্বের বৃহত্তম খনিজ তেলের ভাণ্ডার হল ভেনিজুয়েলা। দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটিতে দৈনিক প্রায় ১০ লক্ষ ব্যারেল তেল উৎপাদিত হয়। ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার পরেও এর উৎপাদন চমকে দেওয়া মতো। এখানে তেলের মজুত রয়েছে ৩০৩ বিলিয়ন ব্যারেল যা সৌদি আরবের চেয়েও বেশি। এখন আমেরিকা যদি সবটা গ্রাস করে তাহলে এর ভালো প্রভাব পড়বে বিশ্ব অর্থনীতিতে।

১৬ জানুয়ারী শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দিরের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জোরদার ঠান্ডা লড়াইয়ের রাজনীতির রণমঞ্চ। পাশাপাশি জাতির মানবিকতার ময়দান জড়িয়ে ধরছে 'ধর্ম'। এবার আবার উত্তরবঙ্গ। দক্ষিণের জগন্নাথ মন্দির, দুর্গা অঙ্গনের পড়ে এবার শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দির। এবার নতুন বছরের শুরুতেই শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাসের দিনক্ষণ ঘোষণা করেলেন মুখ্যমন্ত্রী। মকর সংক্রান্তির পরই উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করার জন্যই উত্তরবঙ্গের সফর করবেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা যায় আগামী ১৬ জানুয়ারি মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করবেন তিনি। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল উত্তরবঙ্গ। সেই সময় একাধিকবার ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে উত্তরবঙ্গ ছুটে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই সফরের মাঝেই দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরের পূজো দিয়েছিলেন তিনি। এরপরই শিলিগুড়িতে বাংলার সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির তৈরি করার ঘোষণাও করেছিলেন। এবার নতুন বছর শুরুতে দিনক্ষণ জানানোর পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা প্রস্তাবিত মন্দিরের চত্বর ঘিরে শুরু হয়েছে জমি পরিষ্কার ও সংস্কারের কাজ। এছাড়াও কাজ খতিয়ে দেখেছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

সূত্রের খবর, মন্দিরের জায়গা খতিয়ে দেখার পর মেয়ার গৌতম দেব জানান যে বহু বছর ধরে অব্যবহৃত হয়ে পড়েছিল এই জমিটি। খুব শীঘ্রই শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউজের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতর ও স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে বৈঠক করা হবে। পাশাপাশি সেখানে মন্দির নির্মাণের রূপরেখা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় এবং ভবিষ্যতের পরিকাঠামো উন্নতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। দুর্গা অঙ্গনের ভিত্তিপ্রস্তাব স্থাপনের পরই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন জানুয়ারি মাসেই শিলিগুড়ি মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করা হবে। এই মন্দিরটি মাটাগাড়ার মোট ৫৪ বিঘা জমিতে তৈরি করা হবে। এছাড়াও এই মন্দিরের নির্মাণের জন্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন ইতিমধ্যে মিলেছে। পাশাপাশি পর্যটন দফতরের হাতে থাকা এই জমিতে শুধুমাত্র মন্দির নয়, একটি আধুনিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে বলে আগেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

(৪ পাতার পর)

সাধারণতন্ত্র দিবস শিবির, ২০২৬-এ এনসিসি ক্যাডেটদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন

রয়েছে। ৭৮ বছরের এই সংগঠন বিকশিত ভারত@২০৪৭-এর লক্ষ্যে যাত্রায় অন্যতম চালিকাশক্তি। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় এনসিসি-র সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেন উপ-রাষ্ট্রপতি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোয় এই সংগঠন নজির তৈরি করেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়াও, 'এক পেড় মা কে নাম', নেশামুক্ত ভারত অভিযান, হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির মতো উদ্যোগেও বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে উপ-রাষ্ট্রপতি মনে করেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি এবং অন্য অভ্যাগতরা ক্যাডেটদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন। এই শিবিরের সাফল্য কামনা করেন তিনি।

সিনেমার খবর

ছাত্রের অভিনয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ নওয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০১০ সালে 'ব্যান্ড বাজা বারাত' সিনেমার মাধ্যমে হিন্দি সিনেমায় আত্মপ্রকাশ অভিনেতা রণবীর সিংয়ের। এরপর পেরিয়ে গেছে ১৫ বছর। নানা ধরনের সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। নায়ক থেকে খলনায়ক কিংবা কৌতুক অভিনেতা— সব ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে নিজেকে প্রমাণ করেছেন শক্তিমান অভিনেতা হিসাবে।

সদ্য মুক্তি পাওয়া 'ধুরন্ধর' সিনেমায় হামজার চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন রণবীর সিং। তবে এখনকার এ পরিণত অভিনেতার নাকি শিক্ষাগুরু ছিলেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী।

ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার শিক্ষার্থী নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী। ইতোমধ্যে বলিউডে বেশ কিছু সিনেমা করে ফেলেছেন তিনি। 'কাহানি'-এর মতো বড় সিনেমা পাওয়ার আগে অসংখ্য হিন্দি সিনেমায় কাজ করেন তিনি। রণবীরের প্রথম সিনেমার জন্য প্রস্তুত করার দায়িত্ব ছিল নওয়াজের কাঁধে। প্রথম সিনেমাতেই শ্রেষ্ঠ নবাগত অভিনেতার পুরস্কার পান রণবীর।

যদিও এর পুরো কৃতিত্ব নিজে নিতে নারাজ নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী। বরং তিনি জানান, রণবীরের মধ্যে প্রথম থেকেই অভিনেতা হওয়ার সব গুণ ছিল, যাকে শুধু সঠিক দিশা দেখাতে হয়েছে।

নওয়াজ বলেন, 'ব্যান্ড বাজা বারাত' সিনেমায় বিট্টু চরিত্রের জন্য আমি রণবীরকে কিছু দিন প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। এক অর্থে আমিও তাদের কর্মশালার অংশ হয়ে উঠেছিলাম। আমি আসলে সেই সময় সবাইকে বলতাম— যারা অভিনেতা হতে চায় এবং সুযোগ পেতে চায়, আমি সবার জন্য আছি।

তিনি বলেন, যদিও কর্মশালায় আসলেই যে অভিনয় শেখা যায়, তা বিশ্বাস করি না। রণবীরের নিজস্ব ক্ষমতা ছিল। আমি কেবল ওকে সেই দক্ষতা ব্যবহারের বিভিন্ন উপায় দেখিয়েছি। কিন্তু দিনের শেষে ক্যামেরার সামনে ওই ব্যক্তিকেই সবটা করতে হয়।

নিজের কষ্টের কথা অকপটে স্বীকার করলেন গোবিন্দপত্নী সুনীতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ ও সুনীতা আহুজা দম্পতির ২০২৫ সাল শেষ হতে চললেও সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে আলোচনা-সমালোচনার গুঞ্জন যেন কিছুতেই থামছে না। বছরের শুরু থেকে শেষের পথে, তবু তাদের বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই।

এ দম্পতির বিচ্ছেদ নিয়ে জল্পনা আরও তুঙ্গে ওঠে সুনীতার করা একটি সাম্প্রতিক ভ্লগ কেন্দ্র করে। নিজের প্রিয় জায়গা মহালক্ষ্মী মন্দিরে পূজা দিতে গিয়ে ক্যামেরার সামনে অঝোরে কাঁদতে দেখা যায় তাকে।

আবেগপ্লুত কণ্ঠে সুনীতা বলেন, ছোটবেলা থেকেই এই মন্দিরে আসছি। যখন গোবিন্দর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, তখনো মায়ের কাছে এসেছিলাম, যাতে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। মা সেদিন আমার ডাক শুনেছিলেন।

তিনি বলেন, জীবনে সবকিছু নিজের চাওয়া মতো হয় না। তবে মায়ের ওপর আমার অগাধ ভরসা আছে। আমি জানি, যে আমার ঘর ভাঙার চেষ্টা করছে, সে কোনো দিন সুখে থাকবে না।

দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে এবার স্বামীর পরকীয়া ও ঘরভাঙার ষড়যন্ত্র নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন সুনীতা আহুজা। সম্প্রতি ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের কষ্টের কথা অকপটে স্বীকার করেন সুনীতা। তিনি বলেন, ফেলে আসা এই বছরটি তার জীবনের অন্যতম কঠিন সময় ছিল।

অভিনেত্রী বলেন, এই বছরটা আমার জন্য একেবারেই ভালো কাটেনি। সারা বছর শুধু গোবিন্দর পরকীয়া নিয়ে নানা আজেবাজে আলোচনা শুনেছি। তবে আমি এটুকু নিশ্চিত করে বলতে পারি— গোবিন্দা যার সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়েছে, তিনি কোনো অভিনেত্রী নন।

নারীর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুনীতা আরও বলেন, তিনি ইন্ডাস্ট্রির বাইরের একজন মানুষ। তিনি গোবিন্দকে ভালোবাসেন না, ভালোবাসেন কেবল তার টাকাকে। আমি চাই না ২০২৬ সালটাও আমাদের বিচ্ছেদ গুঞ্জনে কাটুক। নতুন বছরে আমাদের জীবনে ভালো কিছু আসুক এটাই প্রার্থনা।

প্রথমবার একসঙ্গে রজনীকান্ত-শাহরুখ, জানালেন মিঠুন চক্রবর্তী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথমবার দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় কিংবদন্তি অভিনেতা রজনীকান্তের সঙ্গে পর্দা শেয়ার করবেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। সম্প্রতি গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন আরেক কিংবদন্তি বর্ষীয়ান অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। কোন ছবির কথা বললেন অভিনেতা?

বর্ষীয়ান অভিনেতা রজনীকান্তের পরবর্তী সিনেমা 'জেলার ২'। সেই সিনেমার প্রচার অনুষ্ঠানে কথায় কথায় মিঠুন চক্রবর্তী বললেন, 'জেলার ২' সিনেমায় দেখা যাবে শাহরুখ খানকে।

এমন কোনো ঘরানা আছে কিনা, যা তার সবচেয়ে প্রিয়। তা হতে পারে পারিবারিক ছবি কিংবা অ্যাকশনে ভরপুর অথবা থ্রিলার ঘরানা। উত্তরে তিনি বলেন, ওভাবে তো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। আমার পরবর্তী সিনেমা 'জেলার ২', সেখানে সবাই আমার বিরুদ্ধে। রজনীকান্ত, মোহনলাল, শাহরুখ, রম্যা কৃষ্ণণ, শিবা রাজকুমার— প্রত্যেকে আমার বিরুদ্ধে। এরপরেই বললেন, শুধু শাহরুখের উপস্থিতিই স্পষ্ট হয়নি। সেই সঙ্গে তিনি যে খলচরিত্রে অভিনয় করছেন তা-ও জানা গেল।

'জেলার ২' সিনেমা হতে চলেছে রজনীকান্ত ও শাহরুখের একসঙ্গে প্রথম সিনেমা। ২০১১ সালে অনুভব সিনহা পরিচালিত শাহরুখ অভিনীত 'রা ওয়ান' সিনেমায় রজনীকান্তের ক্যামিও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি অভিনেতা সুরেশ মেনন এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ওই দৃশ্যে শুটিংয়ের জন্য রজনীকান্ত সশরীরে আসেননি। কারণ সেই সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন। এরপর ২০১৩ সালের 'চেন্নাই এক্সপ্রেস' সিনেমায় রজনীকান্তকে গানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন বাদশাহ। তবে এবার প্রথম একসঙ্গে একপর্দায় দুই তারকাকে দেখবেন দর্শকরা।

ভারত থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করল ম্যানসিটির মালিকপক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় ফুটবল অঙ্গনে বড়সড় রদবদল। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের অন্যতম শক্তিশালী ক্লাব মুম্বাই সিটি এফসি-র মালিকানা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটির মূল প্রতিষ্ঠান 'সিটি ফুটবল গ্রুপ'। ভারতীয় ফুটবলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় স্বপ্নের বীজ বুনেছিল সিএফজি। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় তার অবসান ঘটল। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দেয়ায় মুম্বাই সিটি এফসি থেকে নিজেদের সব বিনিয়োগ তুলে নেয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটির এই মালিক প্রতিষ্ঠান।

২০১৯ সালের নভেম্বরে ভারতীয় ফুটবল বদলে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে মুম্বাই সিটি এফসির ৬৫ শতাংশ মালিকানা কিনেছিল সিএফজি। তবে পাঁচ বছর পর দৃশ্যপট পুরোপুরি ভিন্ন। সিএফজি তাদের পুরো শেয়ার ক্লাবের সাবেক মালিক বলিউড তারকা রণবীর কাপুর এবং বিমল পারেখের কাছে হস্তান্তর করেছে। এর মাধ্যমে মুম্বাই সিটি আবারও সম্পূর্ণ ভারতীয় মালিকানাধীন ক্লাবে পরিণত হল।

সিএফজির তত্ত্বাবধানে গত পাঁচ বছরে মাঠের লড়াইয়ে দুর্দান্ত দাপট দেখিয়েছে মুম্বাই সিটি। এই সময়ে তারা দুবার আইএসএল লিগ শিল্ড এবং দুবার আইএসএল কাপ জেতার গৌরব অর্জন করে। তবে মাঠের এই সাফল্য ঢাকা পড়ে গেছে লিগের প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা আর অনিশ্চয়তার চাদরে।

সিএফজির পক্ষ থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে সরাসরি আইএসএলের অস্থিতিশীলতাকে দায়ী করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় বিশ্বাসী এই বৈশ্বিক গ্রুপটি জানিয়েছে, আইএসএলের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত ঘোলাটে। এমনকি পরের মৌসুম কবে শুরু হবে, সে সম্পর্কেও কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। এমন অনিশ্চিত পরিবেশে আর বিনিয়োগ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করছে তারা।

বর্তমানে আইএসএল এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) এবং তাদের বাণিজ্যিক অংশীদার এফএসডিএলের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে ২০২৫-২৬ মৌসুম গত সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা এখনো থমকে আছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন টেন্ডার ডাকা হলেও কোনো প্রতিষ্ঠান লিগটি পরিচালনার আগ্রহ দেখায়নি।

ক্লাবগুলো নিজেরা লিগ চালানোর প্রস্তাব দিলেও এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের কমিটি তা নাকচ করে দেয়। সব মিলিয়ে বিনিয়োগকারী ও ফুটবলারদের ভবিষ্যৎ এখন গভীর অন্ধকারে।

'জাতীয় বাল পুরস্কার' নিয়ে মোদির সঙ্গে দেখা করবেন সেই বৈভব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাত্র ১৪ বছর বয়সেই নজির গড়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। বিহারের এই কিশোর ক্রিকেটার নিজের ব্যাটিং দিয়ে যেমন সবাইকে তাক লাগিয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ শিশু সম্মান। আজ শুক্রবার ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে তাকে দেওয়া হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় বাল পুরস্কার। নয়াদিল্লিতে আয়োজিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি বৈভবের ক্যারিয়ারে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বুধবার তিনি দিল্লিতে পৌঁছান। আজ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে পুরস্কার নেবেন তিনি। আনুষ্ঠানিকতা শেষে বৈভবসহ অন্যান্য পুরস্কারপ্রাপ্তরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এই সাক্ষাৎ তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়েছে।

এই সম্মান যেমন গর্বের, তেমনি এর জন্য একটি ত্যাগও করতে হচ্ছে বৈভবকে। পুরস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কারণে তিনি বিজয় হাজারে ট্রফির বাকি ম্যাচগুলো খেলতে পারছেন না। মাঠের বাইরে থাকা যেকোনো খেলোয়াড়ের জন্য কঠিন। তবে জাতীয় পর্যায়ে এমন স্বীকৃতি পাওয়া বিরল ও মর্যাদার।

সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সই বৈভবকে এনে দিয়েছে এই সম্মান। অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে বিহারের প্রথম ম্যাচে তিনি খেলেন অবিশ্বাস্য এক ইনিংস। মাত্র ৮৪ বলে করেন ১৯০ রান। এই বিধ্বংসী ইনিংস ঘরোয়া ক্রিকেটে তাকে সবচেয়ে আলোচিত ব্যাটারদের একজন করে তোলে। তার আগেও তিনি আলো ছড়িয়েছেন। সব ধরনের ক্রিকেটে তিনি চলতি বছর সেঞ্চুরি করেছেন ৫টি। আর তাতেই তিনি এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় বাল পুরস্কার দেওয়া হয় ৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুদের। এই পুরস্কার সাহসিকতা, শিল্প ও সংস্কৃতি, পরিবেশ, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজসেবা এবং খেলাধুলায় অসাধারণ অবদানের জন্য দেওয়া হয়। দেশের তরুণদের অসামান্য অর্জনকে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়াই এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য।

'বিশ্বকাপের সমান মর্যাদা দিতে হবে আফ্রিকান নেশন্স কাপকে'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আফ্রিকান কাপ অব নেশনসের আরও বেশি সম্মান পাওয়ার দাবি তুলেছেন নাইজেরিয়ার ফরোয়ার্ড স্যামুয়েল চুকুয়েজে। তার মতে, এই টুর্নামেন্টকে বিশ্বকাপ ও ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের মতোই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। মরক্কোয় আসরের সময়সূচি নিয়ে বিতর্কের পর তিনি এমন মন্তব্য করেন।

এবারের আফ্রিকান কাপ প্রথমে উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্মে হওয়ার কথা ছিল। পরে সূচি বদলে ২২ ডিসেম্বর থেকে ১৯ জানুয়ারি করা হয়। এতে ইউরোপের অনেক ক্লাব মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাদের সেরা খেলোয়াড়দের হারাচ্ছে।

চুকুয়েজে বলেন, 'সবাই আফ্রিকান কাপে খেলতে চায়। এটি বিশ্বের সেরা প্রতিযোগিতাগুলোর একটি। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ বা ফিফা বিশ্বকাপকে যেভাবে সম্মান দেওয়া হয়, আফ্রিকান কাপকেও সেভাবেই সম্মান দিতে হবে।'

ফুলহ্যামের এই উইঙ্গার জানান, নাইজেরিয়া যদি শেষ ষোলোতে ওঠে, তাহলে তাকে ক্লাবের ছয়টি ম্যাচ মিস করতে হবে।

তিনি বলেন, 'আমরা বুঝি বছরের ভুল সময়ে টুর্নামেন্টটি রাখা হয়েছে। কিন্তু ডাক পেলে আপনাকে যেতেই হবে। আপনার কোনো বিকল্প নেই। ক্লাব আপনাকে আটকাতে পারে না।'

আফ্রিকান কাপ নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্যকে তিনি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। চুকুয়েজে বলেন, 'কেউ যেন আফ্রিকান কাপ নিয়ে খারাপ কিছু না বলে। সময়টা ভুল হতে পারে। কিন্তু এটিকে ভালো প্রতিযোগিতা নয় বলা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

গ্রুপ সি-তে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নাইজেরিয়াকে ২-১ গোলে জিততে সাহায্য করেন চুকুয়েজে। তানজানিয়ার বিপক্ষে সেই জয়ের পর নাইজেরিয়ার পরের ম্যাচ রোববার, প্রতিপক্ষ তিউনিসিয়া।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR